একলব্যের প্রকাশন

ইঁদূরে পেয়েছে পেন্সিল

ছবিতে গল্প

ভী. সুতেয়েভ

ইঁদূরে পেয়েছে পেন্সিল

ছবি ও গল্প

ভী. সুতেয়েভ

একলব্যের

প্রকাশন

ইঁদুরে পেয়েছে পেন্সিল

একটি চিত্র কাহিনী

ছবি ও গল্প : ভী. সুতেয়েভ

অনুবাদঃ টুলটুল বিশ্বাস

'স্টোরিজ এণ্ড পিকচার্স' থেকে একটি চিত্র কাহিনী
প্রগতি প্রকাশন, মস্কোর সৌজন্যে ইংরাজী থেকে
অনুবাদিত এবং প্রকাশিত।

মানব সংসাধন বিকাশ মন্ত্রালয়, ভারত সরকার ও
স্যার রতন টাটা ট্রাস্টের আর্থিক সহযোগিতায় প্রকাশিত।

নভেম্বর, ২০০০/২০০০ কপি
মূল্য : ১০.০০ টাকা

প্রকাশক:
একলব্য,
ই-১/২৫, অরেরা কলোনী
ভোপাল- ৪৬২ ০১৬ (ম.প্র.)

ভাণ্ডারী অফসেট প্রিন্টার্স, ভোপালে মুদ্রিত।

THE MOUSE AND THE PENCIL

A picture story

Text and illustrations - V. SUTEYEV
From STORIES AND PICTURES
Translation - TULTUL BISWAS
Progressive Publishers, MOSCOW

Published with the financial assistance from
Ministry of Human Resource Development,
Government of India and Sir Ratan Tata Trust.

December, 2000 / 1000 copies
Price : Rs.10.00

This book is also beeing published -
Hindi, Marathi, Gujarati, English, Telugu, Oriya,
Chatteesgarhi, Malvi and Bundeli.Total copies 30000.

Published by:
EKLAVYA
E-1/25, Arera Colony
Bhopal - 462 016 (M.P.)
Phone (0755) 463380, Fax (0755) 461703
email : eklavyamp@vsnl.com

Printed at Bhandari Offset Printers, Arera Colony, Bhopal

ইঁদুরে পেয়েছে পেন্সিল

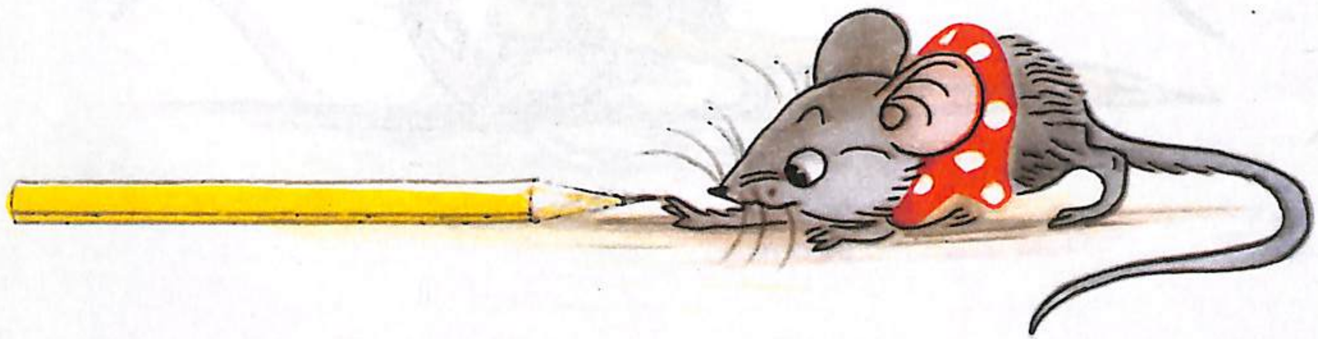

একবার একটা ইঁদুর কিছু খাবার জিনিস খুঁজছিলো। খুঁজতে খুঁজতে সে একটা পেন্সিল পেলো।

পেন্সিলটা নিয়ে ইঁদূর নিজের গর্তে ঢুকে গেলো। "আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে যেতে দাও।" পেন্সিলটা কেঁদে কেঁদে ইঁদূরকে বললো। "আমি তোমার কী কাজে লাগবো। আমি তো শুধু একটা কাঠের টুকরো। খেতেও কোনো স্বাদের নই।"

"আমি তোমাকে কুরে কুরে খাবো," ইঁদূর বললো। "আমাকে নিজের দাঁত ধারালো আর ছোটো রাখবার জন্যে সব সময় কিছু না কিছু কুতরাতে হয়।" আর, ইঁদূরটি পেন্সিল কুতরাতে শুরু করলো।

"এই! আমার লাগছে,"
পেন্সিল বললো।
"আমাকে একটা শেষ
ছবি আঁকতে দাও,
তোমার জন্যে।
তারপরে তুমি যা
চাও করো।"

"ঠিক আছে" ইঁদূর বললো, "তুমি ছবি আঁকো। তারপর আমি কুতরে
তোমাকে টুকরো টুকরো করে দেবো।"

পেন্সিল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলো।
আর একটা বড় গোলা
বানিয়ে দিল।
"এটা কি ছানার
টুকরো?"
ইঁদূর জিজ্ঞাসা
করলো।

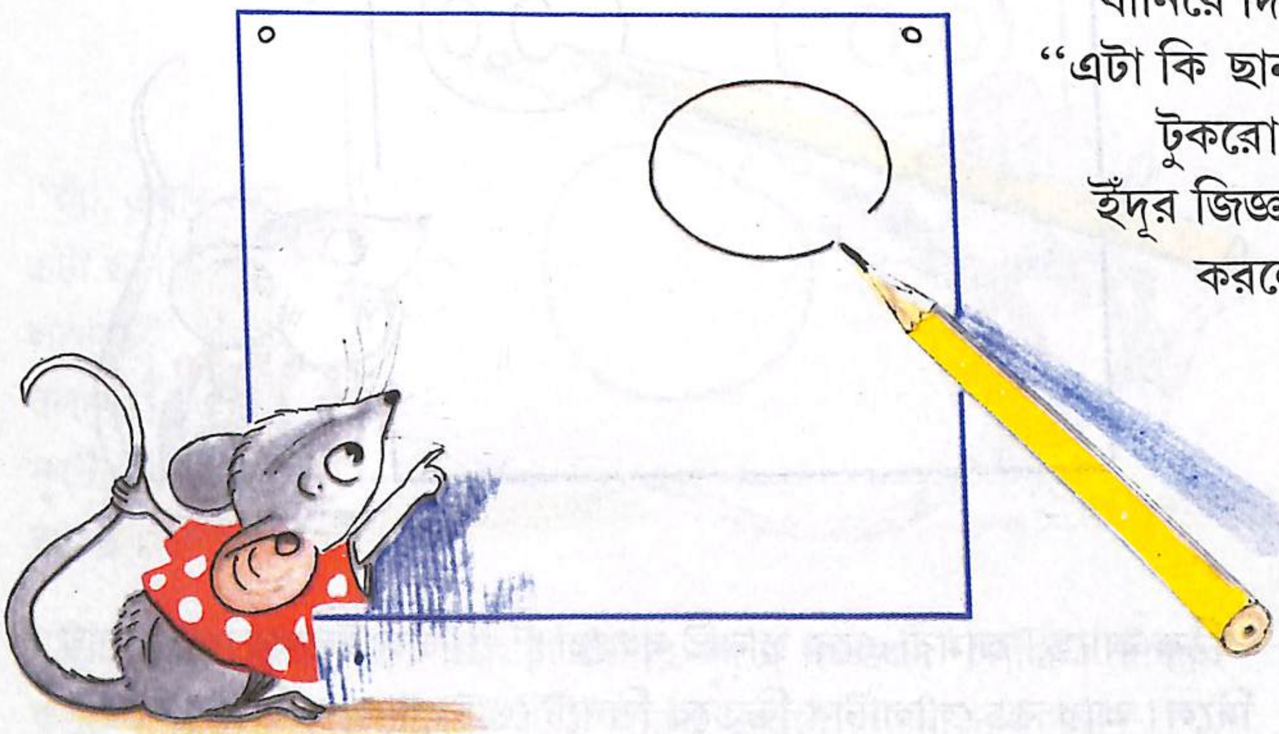

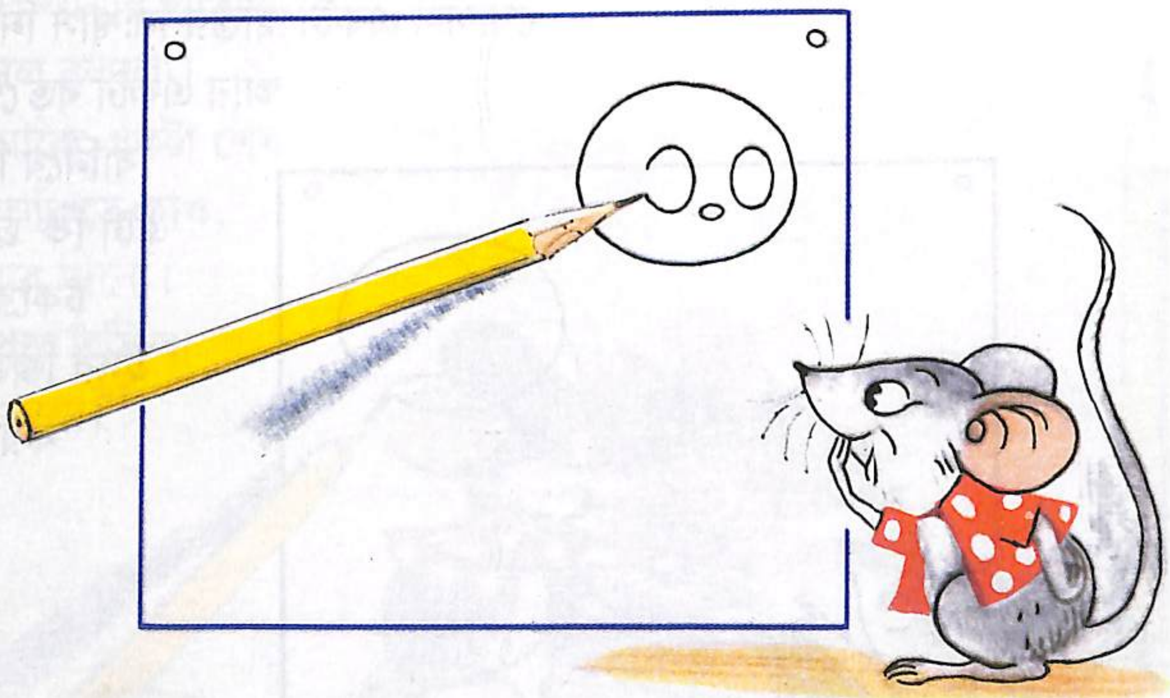

“ঠিক আছে। আমরা একে ছানাই বলবো।” পেন্সিল ইঁদুরের কথায় সায় দিলো আর বড় গোলাটার ভিতরে তিনটে ছোট গোলা বানিয়ে দিল।

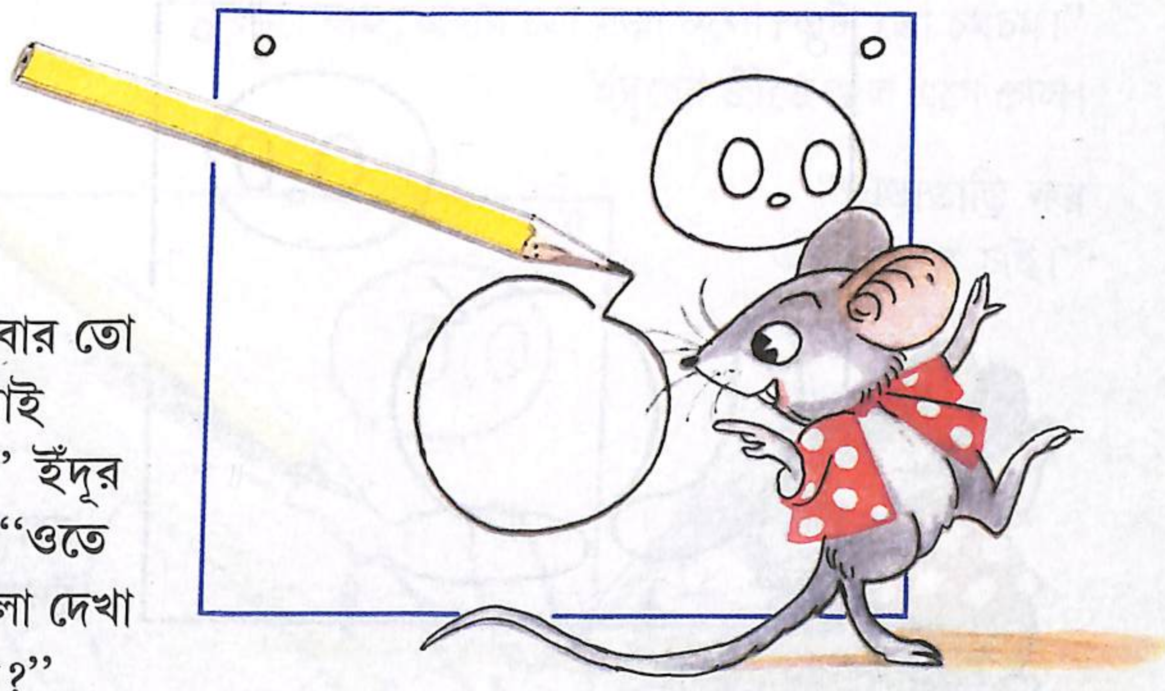

"হ্যাঁ, এবার তো এটা ছানাই লাগছে," ইঁদুর বললো। "ওতে ফুটোগুলো দেখা যাচ্ছে যে?"

"ঠিক আছে এগুলোকে আমরা ছানার ফুটো বলবো।" পেন্সিল স্বীকার করলো আর সে বড় গোলার নীচে আরও একটা গোলা বানালো।

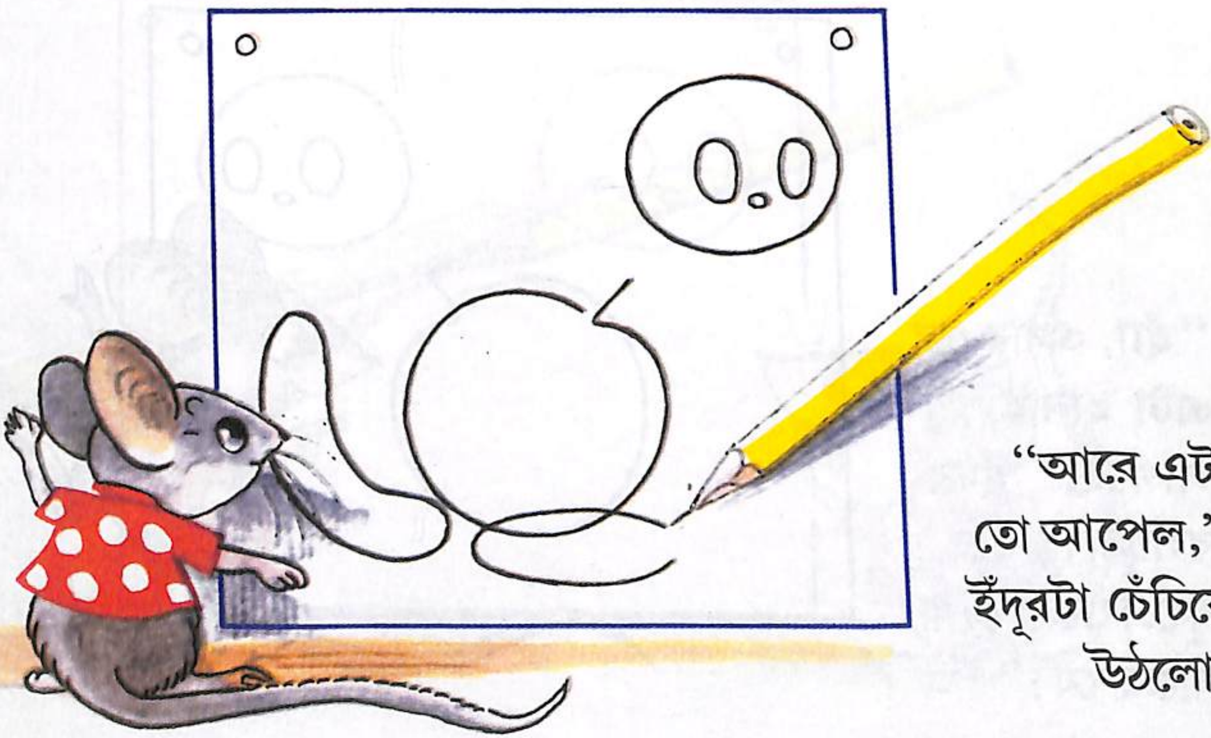

‘‘আরে এটা
তো আপেল,’’
ইঁদুরটা চেঁচিয়ে
উঠলো।

‘‘হ্যাঁ, একে আপেল বলবো।’’ পেন্সিল বললো। তারপর সে দ্বিতীয় বড় গোলাটার কাছে কিছু অদ্ভুত রকমের ছবি আঁকতে লাগলো।

"বাহ্! বাহ্! এবার তো মজা হলো। এটা তো চম্‌চম্‌।"
ইঁদুরের জীভে জল এসে গেল।

"তাড়াতাড়ি কর
আমি খেতে চাই।"

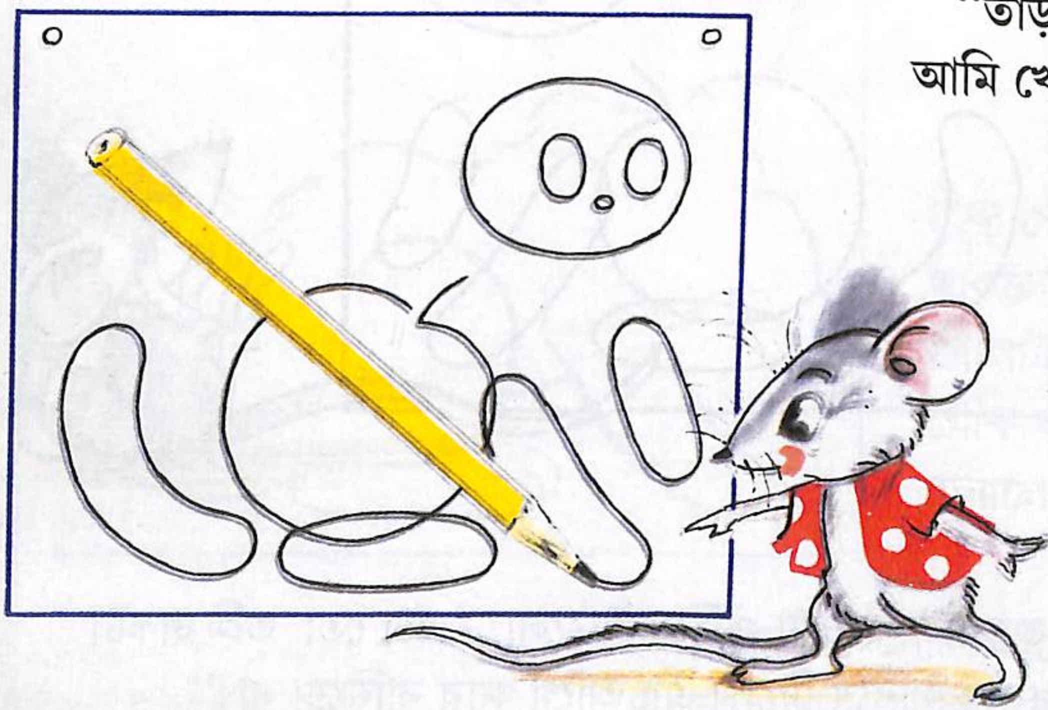

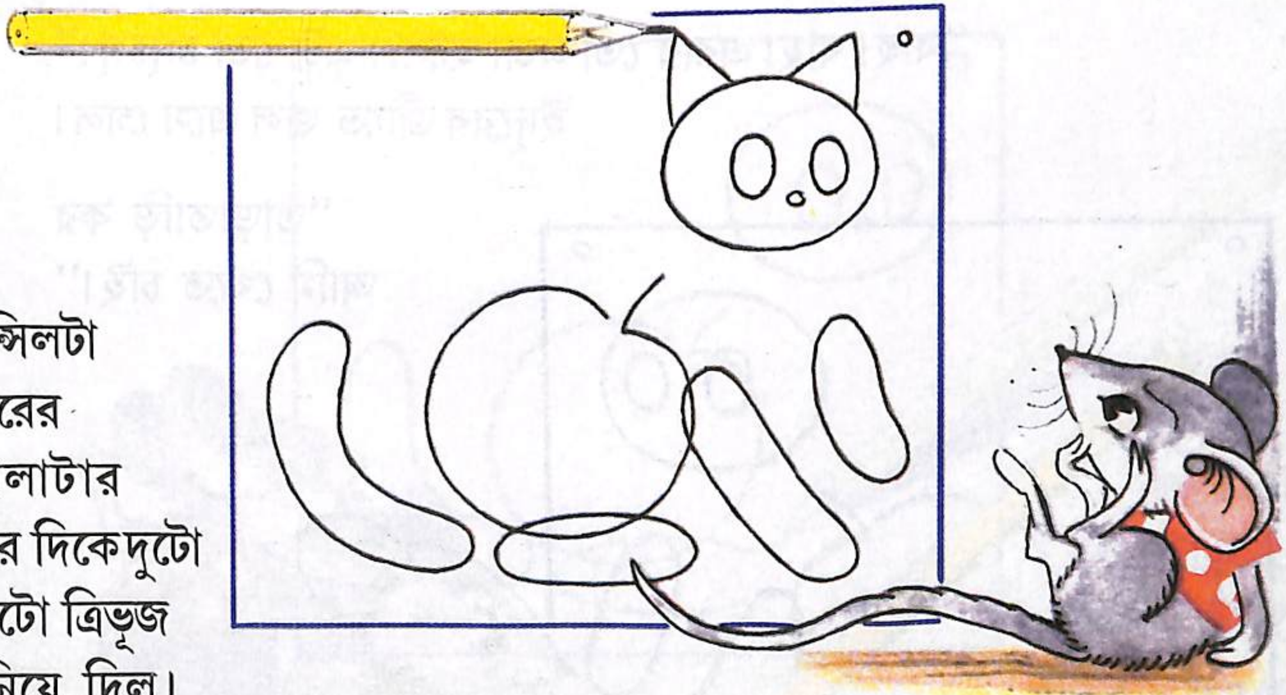

পেন্সিলটা
উপরের
গোলাটার
উপর দিকে দুটো
ছোটো ত্রিভূজ
বানিয়ে দিল।

"আরে, আরে," ইঁদূরটা চেঁচিয়ে উঠলো, "এটা তো তুমি একটা
বেড়ালের মত বানিয়ে দিলে। এর আগে আর বানিয়ো না।"

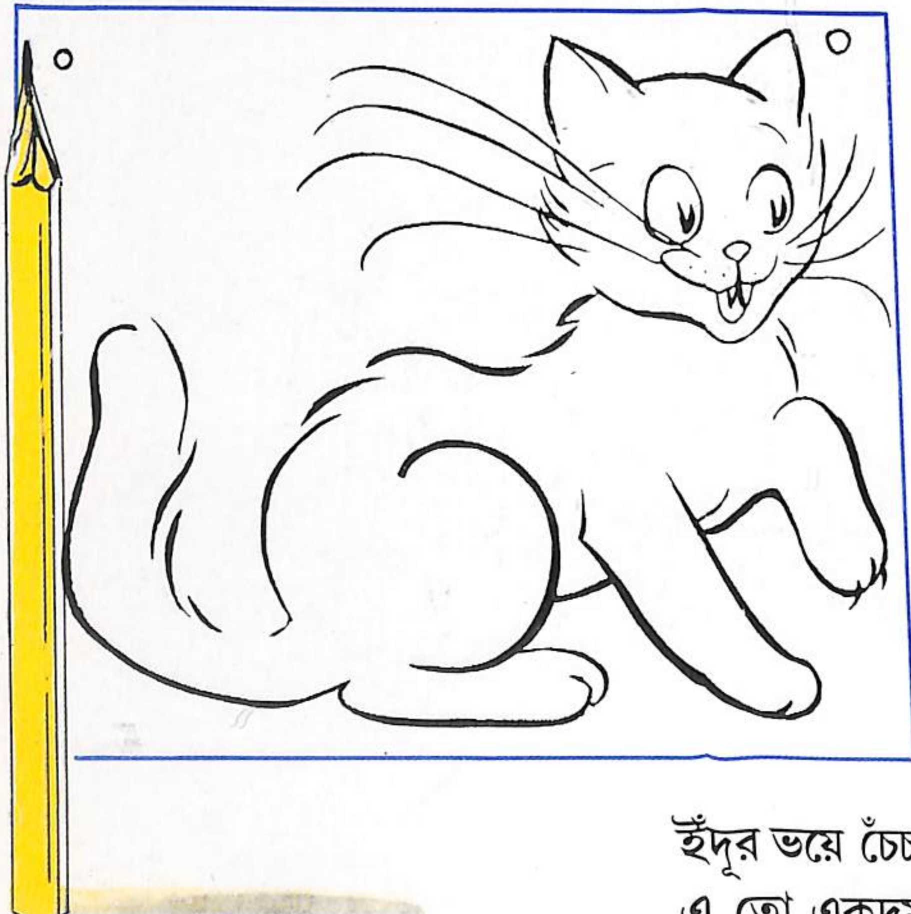

কিন্তু পেন্সিল বানাতেই থাকলো। সে উপরের গোলাটাতে লম্বা লম্বা গোঁফ আর মুখ বানালো।

ইঁদুর ভয়ে চেঁচালো, ''আরে বাবারে! এ তো একদম আসল বেড়াল লাগছে। বাঁচাও।''

এই বলে সে দৌড়ে নিজের গর্তে পালালো।

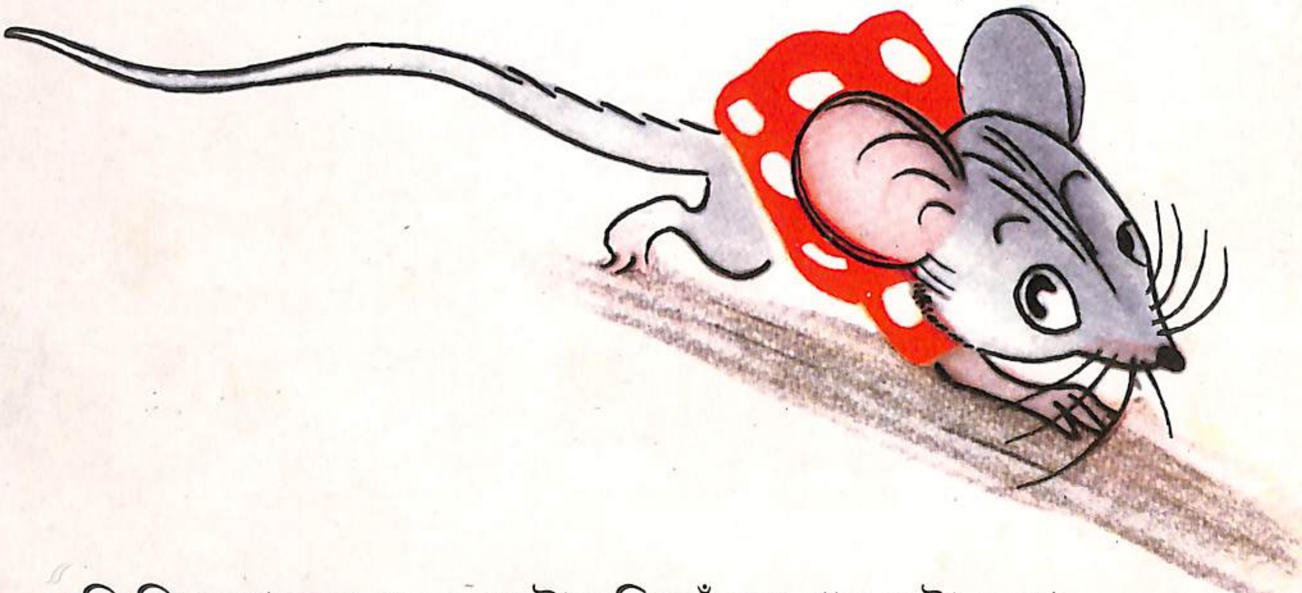

তুমি কি বেড়ালের এমন একটা ছবি আঁকতে পার যেটা দেখে
ইঁদূর ভয় পেয়ে যাবে?

মূল্য : ১০.০০ টাকা